যুগান্তর

JAN ... কলাম ...

আহমদ

ছিল না শিক্ষাঙ্গনে

পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয়। রিপোর্টে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে উৎখাতের লক্ষ্যে আন্দোলন বেগবান করা, এ লক্ষ্যে অর্থায়ন, শিক্ষক-ছাত্র রাজনীতি সীমিতকরণসহ বিভিন্ন বিষয় ও সুপারিশ রয়েছে। এছাড়া ছাত্রশিবিরের সঙ্গে ছাত্রলীগ কর্মীদের একাধিকবার ছোটখাটো সংঘর্ষ ছাড়াও ১ মার্চ জহুরুল হক হলে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল-ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষ হয় বিশ্ববিদ্যালয়টিতে। গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন পরপর তিন দফায় পেছানোর পরও অনুষ্ঠান করা যায়নি। দু'বছর পর ৩১ ডিসেম্বর ওই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে আলোচিত ঘটনার জন্ম দেয় বছরের শেষের দিকে এসে অনার্সে ভর্তিতে মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রীদের পথ বন্ধ করার মতো শর্ত আরোপ করে। বিষয়টি বর্তমানে আইনি লড়াইয়ে রয়েছে। উচ্চ আদালতের আদেশে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

ঢাকার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৩ জুন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। শিক্ষা উপবৃত্তি বন্ধের প্রতিবাদসহ সাত দফা দাবিতে সৃষ্ট ছাত্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভের কারণে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয়। একই সময়ে ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রবিক্ষোভের ঘটনা ঘটে। ঢাকার পার্শ্ববর্তী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নবিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে জুলাই মাসে। নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক আহমেদ সানীর বিরুদ্ধে চার ছাত্রী নিপীড়নের অভিযোগ দায়ের করলে ওই আন্দোলন গড়ে ওঠে। আন্দোলনের কারণে একদিকে সরকার ইউজিসিকে যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়। পাশাপাশি ওই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্তে অবশ্য অধ্যাপক সানী নির্দোষ প্রমাণিত হন। ১৪ সেপ্টেম্বর তদন্ত রিপোর্ট সিন্ডিকেটে পাসের পর শিক্ষার্থীরা তা প্রত্যাখ্যানের পাশাপাশি অধ্যাপক সানীকে বিভাগে প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়। শুরু হয় আরেক আন্দোলন। আন্দোলনের মধ্যে ২১ অক্টোবর বিভাগে গেলে অধ্যাপক সানীসহ ৭ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের হাতে লাঞ্ছিত হন। ওইদিনের ঘটনায় ৬ শিক্ষার্থী বহিষ্কৃত হন। কিন্তু এরপরও শিক্ষক সমিতির ডাকে লাগাতার ধর্মঘট। অক্টোবর মাসের সেই ধর্মঘট চলছে এখনও।

৮ ফেব্রুয়ারি সংঘর্ষের মধ্যদিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বছরটি শুরু হয়। এছাড়া বেদখল হলগুলোকে দখলমুক্ত করতে প্রায় গোটা বছরই অনেকবার বিক্ষোভ এবং কখনও কখনও বিক্ষোভ ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে পরিণত হয়। ছাত্রলীগের জনৈক কর্মীর হাতে বাংলা বিভাগের জনৈক শিক্ষিকা লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্চ মাসে শিক্ষকরা একবার কর্মবিরতিতে যান। তবে সেশন ফি, বেতন, সেমিনার ফি'সহ বিভিন্ন ফি বৃদ্ধির মতো ঘটনার প্রতিবাদে সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবি নিয়ে ২১ জুলাই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ ও সহিংসতার ঘটনা ছিল ক্যাম্পাসে ব্যাপক আলোচিত। সর্বশেষ গত মাসে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘটিত সংঘর্ষের পর আগে-ভাগেই ঈদুল আজহা, বিজয় দিবস, শীতকালীন ছুটিসহ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৭ সালের আগস্ট মাসের ঘটনার উত্তাপ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও ছড়িয়েছিল। ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার রায়ে ১০ ছাত্র ও কর্মচারীর কারাদণ্ডের রায় হয়েছিল। আসামি ওই ১০ জন আদালতে আত্মসমর্পণ করেন ১০ জানুয়ারি। তারা কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন ২১ জানুয়ারি। এছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে রাজশাহীতে সংঘর্ষ, নাট্যকর্মীদের ওপর শিবির কর্মীদের হামলা, ছাত্রীহলে গভীর রাতে ছিনতাইকারী ও যুবকের উপস্থিতি এবং চার ছাত্রী আহত, গণনিয়োগকৃত ৫৪৪ কর্মচারীর বিক্ষোভ ও উপাচার্যের সঙ্গে দুর্ব্যবহারসহ ৩ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখার মতো ঘটনা ঘটেছে। তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত ঘটনা ছিল জোট সরকারের আমলে নিয়োগকৃত উপাচার্য অধ্যাপক আলতাফ হোসেনের অপসারণ। গত ১৫ মে তাকে অপসারণ করা হয়। এছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়টি একবার অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটির মুখেও পড়েছিল। স্থানীয় পরিবহন শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গত ২১ আগস্ট কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটির মুখে পড়েছিল গত বছর। গত ১৬ মে ছাত্রদের সঙ্গে পরিবহন শ্রমিকদের সংঘর্ষ হয়। শিক্ষার্থীদের স্বল্পসময়ের নোটিশে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছিল তারা। শাটল ট্রেনে কাটা পড়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মাহমুদুল হাসান মামুন নিহত হন স্থানীয় ষোলশহর রেল স্টেশনে। ওই ঘটনায় ওই স্টেশনে ছাত্ররা আগুন ধরিয়ে দেয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এছাড়াও ছাত্রশিবির-ছাত্রদলের মধ্যে ১১ জুলাইয়ের একটি সংঘর্ষ ছাড়াও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলোর মাঝে একাধিকবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রী উত্ত্যক্তকে কেন্দ্র করে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলে গত ২০ ফেব্রুয়ারি সংঘর্ষ হয়। এতে ৩২ জন আহত হন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী আপন দুলাভাই কর্তৃক ধর্ষিত হওয়ার ঘটনায় ২৭ ফেব্রুয়ারি ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আরেকটি বিক্ষোভ গড়ে ওঠে। তবে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত ঘটনা ছিল ৯ প্রভোস্টকে একসঙ্গে অপসারণের ঘটনা।

তবে বছরের সেরা ঘটনাটির জন্ম দিয়েছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বর্ষ অনার্সের প্রশ্নপত্র পরপর তিনবার ফাঁস হয়ে যায়। একই পরীক্ষার ব্যবসায় গণিতের প্রশ্নও ফাঁস হয়েছিল। এরমাত্র তিন মাসের মাথায় মে মাসে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বর্ষ অনার্সের গণিতসহ আরও কয়েকটি পরীক্ষার প্রশ্নও ফাঁস। ডিগ্রির পরীক্ষা নিয়ে তো ঘটেছিল আরেক তেলেসমাতি কাণ্ড। প্রশ্ন ফাঁসের প্রত্যেক ঘটনার পর তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটির রিপোর্ট আজও প্রকাশিত হয়নি। শুধু তাই নয়, একটি তদন্ত কমিটির ব্যাপারে অভিযোগ উঠেছে, তারা তদন্ত না করেই তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসানের নির্দেশে রিপোর্ট দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। ইংরেজি প্রশ্নপত্র বারবার ফাঁস, পরীক্ষা বহাল রাখাসহ বিভিন্ন দাবিতে তখন দেশের ১৩৯টি অনার্স কলেজে একযোগে ধর্মঘট ডেকেছিল শিক্ষার্থীরা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি মূলত গোটা বছরই আলোচনায় ছিল নানা অঘটন ও বেআইনি ঘটনা ঘটানোর জন্য। খোদ আইনের রক্ষক দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাদেশ লংঘন করে তিনজন ডিন নিয়োগ দেন। তার বিরুদ্ধে প্রকাশিত রিপোর্ট সংবাদপত্রে পড়ার কারণসহ বিভিন্ন অজুহাতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি, সাসপেন্ড, দুর্নীতিবাজদের লালনসহ নানা অপকর্মের অভিযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির বিরুদ্ধে ইউজিসির তদন্ত রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে জমা পড়েছে। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষার্থীরা জুলাই মাসে আন্দোলন গড়েছিল। এতে বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে পড়ে। ঘটনার ধারাবাহিকতায় অবশ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্যকে অপসারণ করে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অনেকগুলোর বিরুদ্ধেই আইন অমান্য করে ভর্তি; শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য, পরীক্ষায় নকলসহ বিভিন্ন অভিযোগ বরাবরের মতোই ছিল গত বছর। এ অবস্থায় ইউজিসি তদন্ত রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ৭ বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এছাড়া আরও ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়কে পাইপলাইনে রাখা হয়েছে। আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া শেষে সেগুলোকেও শোকজের কথা ছিল। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সিদ্ধান্ত শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিস্মিত করেছে। সেটি হচ্ছে, বিশ্বব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদানের সিদ্ধান্ত। ইউজিসির সুপারিশে সরকার এ সিদ্ধান্ত নেয়। ওই প্রস্তাবের সঙ্গে ইউজিসির শীর্ষ কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের একশ্রেণীর কর্মকর্তার যোগসাজশ রয়েছে। অথচ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বর্তমানে শুধুই টাকা কামানোর মেশিনেই পরিণত হয়েছে।

দীর্ঘ ৭ বছর প্রচেষ্টার পরও জারি করা যায়নি 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ২০০৮'। অনেক চড়াই-উৎরাইয়ের পর অধ্যাদেশটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকার খবর পেয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি সর্বশেষ আবারও তৎপর হয়েছে। গত ২৪ ডিসেম্বর তারা এর বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় প্রতিবাদও দিয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০০১ সালে এই আইন তৈরির কাজ শুরু হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একশ্রেণীর উদ্যোক্তার বাধার কারণে আইন চূড়ান্ত করা যাচ্ছে না।

অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

রাজধানীর অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের ৮ কোটি ৯ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের ঘটনা মামলার রায় হয়েছে গত ১৩ অক্টোবর। নিম্ন আদালতের রায়ে প্রতিষ্ঠানের সাবেক সভাপতি ডা. এইচবিএম ইকবাল ও সাবেক অধ্যক্ষকে সমুদয় অর্থ ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেন। অবশ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষা অধিদফতরের (ডিআইএ) তদন্তে মোট ৫০ কোটি টাকা লোপাটের প্রমাণ মেলে। কলেজ ক্যাম্পাসে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (ম্যাটস) চালুকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘর্ষের পর কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ গত সেপ্টেম্বর মাসে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেশের একমাত্র সরকারি ফিজিওথেরাপি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফিজিওথেরাপি ইন্সটিটিউট বিগত তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ রয়েছে। গত বছরের আরেকটি আলোচিত ঘটনা ২০ অক্টোবর একই দিন ঢাকার চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষের ঘটনা। ওইদিন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা পলিটেকনিক, ঢাকা কলেজ এবং সিটি কলেজে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। মুরাদ নামে এক হকার হোস্টেলে পাওনা আদায় করতে আসলে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে বরিশাল মেডিকেল কলেজের কয়েকজন ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসী। ওই ঘটনার পর ২৫ আগস্ট স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ছাত্রদের। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় কলেজটি। ঠিক একই দিন সিলেট পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটটি ছাত্র সংঘর্ষের জেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে। বছরের শেষের দিকে এসে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

মন্ত্রণালয়ের দুই অধ্যাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত মাসে জারি করে 'যৌন নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা ২০০৮'। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের যৌন নিপীড়নের অভিযোগকে সামনে রেখে ওই আইনটি তৈরি করা হয়েছে। আইনে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বহিরাগত এই চার শ্রেণীর ঘটনাকে সামনে রেখে পৃথক বিধি করা হয়েছে। সর্বোচ্চ শাস্তি চাকরিচ্যুতি, আইনে সোপর্দ এবং ঘটনা জনসমক্ষে প্রকাশের মতো বিধি রয়েছে আইনে। আর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের জন্য প্রণীত বিধিমালায় স্কুল প্রতিষ্ঠা, বেতনভাতা, শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ইত্যাদি সার্বিক ব্যাপারে যে দিকনির্দেশনা রয়েছে, এটি বাস্তবায়িত করা গেলে এই শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

এখনও অমীমাংসিত

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা ১/১১-এর পটপরিবর্তনকে এদেশের বেশিরভাগ মানুষই স্বাগত জানিয়েছে— আমরা স্বীকার করি বা না করি। কিন্তু তাদের কাছে যে প্রত্যাশা ছিল, তা তারা পূরণ করতে পারেনি। শিক্ষা ক্ষেত্রে যেসব জঞ্জাল জমেছে আবহমানকাল থেকে; তা দূর হবে— এই প্রত্যাশা ছিল এই সরকারের কাছে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। তাদের দু'বছরের শাসনের শেষের দিকে যেসব বিষয় সবারই (কম-বেশি) প্রত্যাশা ছিল সমাধানের পর্যায়ে পৌছার, তার মধ্যে কয়েকটি বিষয় হচ্ছে— শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা ভবন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতর, ইউজিসি, পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর ইত্যাদি শুদ্ধ হবে। কিন্তু মাফিয়াদের কিছুই হয়নি। উপরন্তু তাদের যেন আরও 'স্টাব্লিশড' করা হয়েছে। বানানো হয়েছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যাপারে তদন্ত পর্যন্ত হয়নি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শকের কারণেই কেবল সারাদেশে চার শতাধিক কলেজে সমস্যা জিইয়ে আছে। নতুন ভিসি নিয়োগের পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে আরও স্থবিরতা নেমে এসেছে। ঢাকা শহরের দুর্নীতিপ্রবণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শৃংখলা আনতে ব্যর্থ হয়েছে। মতিঝিল আইডিয়াল এবং মতিঝিল মডেল স্কুলের অধ্যক্ষকে বিতাড়ন ছাড়া আর সব প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবাজরাই বহাল তবিয়তে রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার এনজিওকরণ ঝুলিয়েই রেখেছে সরকার। একটি মাত্র ইস্যুতে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের এমনিভাবে আর কখনও ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করতে দেখা যায়নি শিক্ষকদের। সংশ্লিষ্টরা সরকারের এ ভূমিকায় বিস্ময় ও সন্দেহ পোষণ করছে। কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের লাগাম টেনে ধরতে পারেনি। কমিউনিটি প্রাথমিক ও বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা বেতন বৃদ্ধির দাবিতে মাসের পর মাস ক্লাসবর্জন করেছে। উচ্চশিক্ষার ২০ বছর মেয়াদি কর্মকৌশল বাস্তবায়নে উদ্যোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আন্তরিক নয়।৩